নৈয়ায়িকদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণঃ

নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে চারটি প্রমাণ দিয়েছেন— ১. কার্য কারণ বিষয়ক প্রমাণ ২. অদৃষ্টভিত্তিক প্রমাণ ৩. বেদকর্তারূপে প্রমাণ এবং ৪. আগম বা শ্রুতি প্রমাণ।

ক. কার্য-কারণ বিষয়ক প্রমাণ:→

প্রতিটি কার্যের একটি কারণ থাকে। একে বলে কার্য-কারণ নিয়ম। নৈয়ায়িকদানের মতে, কার্য সৃষ্টির পূর্বে অসৎ। কারণ সামগ্রীই কার্যকে উৎপন্ন করে। বিভিন্ন বস্তু সমন্বিত এই জগৎ একটি কার্য। সুতরাং এই জগতেও একটি কারণ আছে। জগতের এই কারণই হলেন ঈশ্বর। (এখানে প্রশ্ন হতে পারে, প্রতিটি কার্যের-ই একটি কারণ আছে তা নৈয়ায়িকগণ জানলেন কী করে? আবার যদি স্বীকার করা হয় যে, প্রত্যেক কার্যেরই একটি কারণ আছে এটি একটি সার্বিক নিয়ম, তাহলে জগৎ যে একটি কার্য তার প্রমাণই বা কী?)

জগৎ যে কার্য তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈয়ায়িকগণ দুটি হেতুর সাহায্য নিয়েছেন। এই দুটি হেতু হল সাবয়বত্ব এবং অবান্তর মহত্ত্ব। ন্যায় বৈশেষিক দর্শন অনুসারে নিরবয়ব পরমাণু এবং অতি মহৎ দেশ কাল, আত্মা ইত্যাদি নিত্য দ্রব্য এগুলি কোনকিছুর কার্য নয়। কিন্তু ঘট, পট, চেয়ার, টেবিল, নদী, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি দেশকালের ন্যায় অতি মহৎ নয়। আবার ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও বায়ুর পরমাণুর মতো অনুপরিমাণও নয়। জাগতিক বস্তুগুলি সবই সাবয়ব এবং অবান্তর মহৎ অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট। জগতের সমস্ত সাবয়ব ও মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুগুলিই

হল কার্য। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু কোন কার্য নয়। এই কার্যরূপ জগতের নিমিত্ত কারণ হিসাবে একটি চেতন কর্তা প্রয়োজন। কার্যের নিমিত্ত কারণরূপ চেতন কর্তা অবশ্যই কার্যের সূক্ষ্ম উপাদানের সুসম্পর্কে জ্ঞানবান, কার্য উৎপন্ন করার ইচ্ছা এবং কার্য উৎপাদন করার ক্ষমতা সম্পন্ন হবেন। সুতরাং জগতের নিমিত্ত কারণ তাঁকে অসীম জ্ঞানের অধিকারী বা সর্বজ্ঞ হতে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তাই ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ।

গ. অদৃষ্টভিত্তিক প্রমাণ :→

জীবের কর্ম থেকেই তার অদৃষ্ট অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। জীব এই অদৃষ্ট অনুসারেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু অদৃষ্ট হল অচেতন। কোন অচেতন পদার্থ চেতন কর্তার দ্বারা চালিত না হয়ে কর্ম উৎপন্ন করতে পারে না। কুঠারিমার দ্বারা চালিত না হয়ে কুঠার যেমন কাষ্ঠছেদন করতে পারে না, ঠিক তেমনি কোনো কর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়েও অদৃষ্ট জীবের কর্ম অনুসারী ফল প্রদান করতে পারে না। সেই চেতন কর্তা কোন জীব হতে পারে না। কোন জীবের পক্ষেই অসংখ্য জীবের অসংখ্য অদৃষ্টকে জানা সম্ভব নয়। কাজেই জীবের অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হিসাবে কোন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই পুরুষই হলেন ঈশ্বর।

ঘ. বেদ কর্তারূপে ঈশ্বর :→

ভারতীয় দর্শনে আস্তিক সম্প্রদায়গুলি বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে বেদ অভ্রান্ত ও সর্ব প্রকার জ্ঞানের আকর। ন্যায়দর্শন মনে করে

বেদের রচয়িতা কোন আপ্ত পুরুষ বা ঈশ্বর। দৃষ্টার্থ বেদ বাক্য থেকে বেদের প্রামাণ্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়। আয়ুর্বেদ রোগ নিরাময়ের যে বিধান দেয় তা পালন করে রোগ গ্রস্ত মানুষের রোগমুক্তি ঘটে। শুধু দৃষ্টার্থ বেদবাক্যই অভ্রান্ত নয়, অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যও অভ্রান্ত। মানুষ সসীম জীব। তারপক্ষে বেদের সকল বাক্যের ব্যবহারিক প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং অতিময়, সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় পদার্থ বিষয়ক বেদবাক্য কোন সসীম মানুষের রচনা হতে পারে না। এরূপে বেদবাক্য কোন সর্বজ্ঞ পুরুষের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। সর্বজ্ঞানের আকর হল বেদ। এই বেদ একমাত্র ঈশ্বরের দ্বারাই রচিত হতে পারে।

ঘ. ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে আগম বা শ্রুতি প্রমাণঃ

ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কারণ শ্রুতিতে তাঁর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে– "যিনি সকল সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়, তিনি হৃদয়ের মধ্যে এই আকাশে অবস্থিত, তিনি মহান অজ, আত্মা, তিনি সকলের বশী, সকলের শাসনকর্তা ও সকলের অধিপতি। সাধু কাজের দ্বারা তিনি মহৎ হন না, অসাধু কাজের দ্বারাও হীন হন না, ইনি সর্বেশ্বর, সর্বভূতের অধিপতি, পালক। লোকসমূহ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, এজন্য তিনি সেতু স্বরূপ এবং ধারণকর্তা হয়ে রয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ~~বলা হয়েছে~~ শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন–" আমিই এই জগতের পিতা, মাতা ও সর্বপ্রাণীর কর্মফলদাতা, পিতামহ, এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও পবিত্রকারক বস্তু, আমিই ওঙ্কার এবং আমিই ঋক্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ-স্বরূপ। আমিই প্রাণীর পরাগতি ও পরিপালক, আমি সকল প্রাণীর বাসস্থান ও তাদের কৃতাকৃতের

সাক্ষী। আমিই রক্ষক ও প্রতিপালক, নিরপেক্ষ হিতকারী, আমিই স্রষ্টা ও সংহর্তা। আমিই আধার ও প্রলয় স্থান এবং আমিই জগতের অব্যয় কারণ।

নৈয়ায়িকগণ বলেন এইসব শ্রুতিবাক্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। শ্রুতি যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে এইসব উক্তি থেকে নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

Scanned by CamScanner